Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মানুষের প্রকৃত সুখ শান্তি কোথায় অবস্থিত কোরআন ও হাদীসের আলোকে।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাবিয়া খাতুন

রোলঃ 23090120082

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মানুষের প্রকৃত সুখ শান্তি কোথায় অবস্থিত কোরআন ও হাদীসের আলোকে।

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাবিয়া খাতুন

রোলঃ 23090120082

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মানুষের প্রকৃত সুখ শান্তি কোথায় অবস্থিত কোরআন ও হাদীসের আলোকে। " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রাবিয়া খাতুন, আইডিঃ 23090120082 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মানুষের প্রকৃত সুখ শান্তি কোথায় অবস্থিত কোরআন ও হাদীসের আলোকে " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

রাবিয়া খাতুন

আইডিঃ 23090120082

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

অধ্যায়-১:- ভূমিকা 6

অধ্যায়-২:- সুখ ও শান্তি এবং দুঃখ কী? 7

অধ্যায়-৩:-সুখ ও শান্তির উৎস 11

অধ্যায়-৪:- আল্লাহর লিখিত তাক্বদীরের উপর ধৈর্য ধারণ। 14

অধ্যায়-৫:- দুনিয়ার চিন্তা মাথায় না নেয়া 21

অধ্যায়-৬:- আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর 24

অধ্যায়-৭:- প্রত্যেক কাজে সওয়াবের আশা রাখ 27

অধ্যায়-৮:- একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রাখ 32

অধ্যায়-৯:- আসল সুখ পরকালে 36

অধ্যায়-১০:- উপসংহার 38

অধ্যায়-১:- ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সুখ ও শান্তি হচ্ছে মানুষের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য,যা আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্যের মিশ্রণকে বোঝায় এবং এটি কেবল বাহ্যিক প্রাচুর্য দিয়ে অর্জন করা যায় না বরং মানসিক তৃপ্তি, আত্মা-সহানুভূতি এবং কৃতজ্ঞতা মাধ্যমে অর্জিত হয়। বাহ্যিক সম্পদ থাকলেও মানসিক শান্তি না থাকা অস্বাভাবিক নয়। তাই জীবনের প্রকৃত সুখ ও শান্তি আনতে হলে ভেতরের অবস্থার প্রতি মনোযোগ দেওয়া জরুরি। সুখ ও শান্তি নির্ভর করে আল্লাহ তায়ালার উপর বিশ্বাস, তার স্মরণ সৎ কর্মের উপর। মূল সুখ ও শান্তি জান্নাতে পাওয়া যাবে এবং পার্থিক জীবনে আল্লাহর তায়ালার উপর ভরসা করা।

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْب □ □

‘যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়’ (সূরা রা’দ-১৩:২৮)

আল্লাহর স্মরণ বা যিকরের অর্থ তাঁর তওহীদের (একত্ববাদের) বর্ণনা, যার দ্বারা মুশরিকদের অন্তর সঙ্কুচিত হয়ে যায়। অথবা যিকর অর্থঃ তাঁর ইবাদত, কুরআন তিলাঅত, নফল ইবাদত এবং দু'আ ও মুনাজাত; যা ঈমানদারদের মনের খোরাক। অথবা তাঁর আদেশ-নির্দেশ পালন করা; যা ব্যতিরেকে ঈমানদার ও পরহেযগারগণ অস্থির থাকেন।

**সত্যিকারের শান্তি ও প্রশান্তি কেবল আল্লাহর স্মরণে মধ্যেই নিহিত।*

অধ্যায়-২:- সুখ ও শান্তি এবং দুঃখ কী?

সুখ স্বপনে, শান্তি মরণে -এ কথা সত্য না হলেও তা এ বাস্তবতারই দলীল যে, পৃথিবীর বুকে সুখ-শান্তি খুব কম সংখ্যাক মানুষই লাভ করে থাকে।

সুখ - স্বাচ্ছন্দ্য, স্বস্তি ও শান্তি প্রত্যেক মানুষের বরং প্রত্যেক প্রাণীর অভীষ্ট ও ইপ্সিত জিনিস। যাবজ্জীবেৎ সুখ জীবেৎ যতদিন বাঁচবে সুখে বাঁচ - প্রতিটি প্রাণীর ধর্ম। সকল মানুষ চায় তার জীবন সুখের হোক। এর জন্য সে মেহনত করে। কষ্ট স্বীকার করে সুখের সামগ্রী সংগ্রহ করার জন্য। সন্ধান করে শান্তির আধার রচনা করে সুখের নীড়। কিন্তু সকল মানুষ কি সুখ ও শান্তি পায়? অবশ্যই না। মুমিন ঈমানের মাঝে সুখ চায়। কাফের কুফরীর মাঝে সুখের স্বাদ গ্রহণ করে। মাতাল মদের মাঝে শান্তি কামনা করে। চোর চুরির মাঝে সুখের আশা করে। ব্যভিচারী ব্যভিচারের মাঝে সুখ লুটতে চায়। অর্থোপার্জনকারী অর্থের মাঝে সুখের সন্ধান আছে মনে করে। নেতা তার নেতৃত্বে সুখের খোঁজ করে। ভ্রমণকারী ভ্রমণের মাঝে সুখের আমেজ আস্বাদ করে।

কিন্তু সত্যিই কি তারা সুখের অধিকারী হতে পারে? অধিকাংশ মানুষই সুখী নয়। বেশীর ভাগ মানুষের সুখের স্বপ্ন বাস্তব ও সফল নয়। শান্তির আশা পূর্ণ নয়।

ইসলামে সুখ-শান্তির মূল ধারণা হলো আল্লাহ তায়ালা উপর বিশ্বাস, নেক আমল এবং আধ্যাত্মিক ও মানসিক প্রশান্তি লাভ করা। এটি কেবল দুনিয়াবি আনন্দ বা সম্পদ নয়, বরং ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে প্রাপ্ত একটি গভীর ও স্থায়ী মানসিক অবস্থা।

তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন বস্তু নয়, যা তোমাদের আমার নিকটবর্তী করে দেবে। তবে যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তারাই তাদের আমলের বিনিময়ে পাবে বহুগুণ..." {কাসকিয়া, তাফসীর ও হাদিস}।

এই হাদিসটি বোঝায় যে, কেবল পার্থিব জিনিস নয়, বরং ঈমান ও নেক আমলই আসল সুখ-শান্তির ভিত্তি।

ধার্মিক স্ত্রী:

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "এই দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী আনন্দ, আর এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ক্ষণস্থায়ী আনন্দ হলো একজন ধার্মিক স্ত্রী।" {সহীহ মুসলিম}।

তিনি আরও বলেন, "সুখের অন্যতম উপাদান হলো একজন ধার্মিক স্ত্রী, যাকে দেখলে তুমি খুশি হও এবং যখন তুমি দূরে থাকো, তখন তুমি অনুভব করো যে তুমি তার উপর বিশ্বাস রাখতে পারো..."।

আধ্যাত্মিক ও মানসিক প্রশান্তি:

"অন্তরে শান্তি পাচ্ছেন না? তাহলে আল্লাহকে বারবার স্মরণ করুন।"

এটি বোঝায় যে, আল্লাহকে স্মরণ করার মাধ্যমে মনের শান্তি পাওয়া সম্ভব।

"অস্থির ও ব্যস্ত হয়ে নিজের আত্মাকে কষ্ট দেয়া যাবে না বরং ভদ্রতা, শান্তভাব, সৌম্যতা, স্থিরতা, বিনয়, নম্রতা ও ধীর-স্থিরতার সাথে কাজ-কারবার ও আচার আচরণ করে নিজের আত্মাকে শান্তি দিতে হবে।"

আসলে সুখ হলো হৃদয়ের সেই স্বাচ্ছন্দ্য- শান্তি, স্বস্তি ও ভবিষ্যতে সুনিশ্চিত বলে অনুভূত হয়। বলা বাহুল্য, মানুষ এ জগতে সুখ অনুভব করেঃ

১. পূর্ণ ঈমান নিয়ে।
২. জ্ঞান- বিজ্ঞান ও বিবেক- বুদ্ধি নিয়ে।
৩. মান, খ্যাতি, যশ ও গৌরব নিয়ে।
৪. নিরোগ দেহ ও সুস্বাস্থ্য নিয়ে।
৫. ধন ও ঐশ্বর্য এবং হালাল রুযী নিয়ে।
৬. প্রশস্ত বাড়ি ও বিল্ডিং নিয়ে।
৭. পতিব্রতা নারী (স্ত্রী) নিয়ে।
৮. ভালো গাড়ি নিয়ে।
৯. দাস-দাসী নিয়ে।

১০. নেক প্রতিবেশী নিয়ে।
১১. বিশ্বস্ত বন্ধু নিয়ে।
১২. হিংসা মানব-দানব ও জন্তু এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে নিরাপদ পরিবেশ নিয়ে।
১৩. বসন্তের মত যৌবন নিয়ে।

এসব কিছুই পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাস। কিন্তু মুসলিমের জন্য পার্থিব জগৎই শেষ জগৎ নয়। মুসলিমের জীবন আরো দীর্ঘ চিরস্থায়ী। তার দৃষ্টি কেবল পার্থিব সুখ-বিলাসেই সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ নয়। তার জীবন - বরং আসল জীবন হল মরণের পরপারে। আর সেই জীবনই চিরস্থায়ী অনন্তকালের। তাই তার দৃষ্টিও অতি দীর্ঘ, অতি প্রশস্ত। ভাবনাও লম্বা বা দীর্ঘ দিনের। তাকে শুধু দুনিয়ার সুখেই ক্ষান্ত হলেই চলবে না। বরং দুনিয়াতে সুখ না পেলেও, এ ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগীর কয়টি দিনে সুখ না পেলেও পরকালের সুখকে সে কোন মতেই দৃষ্টিচ্যুত করতে পারে না।

বলা বাহুল্য কিছু লোক আছে, যারা পার্থিব জগতের সুখ- সামগ্রী নিয়ে খোশ। আসলে তারা কিন্তু প্রকৃত সুখী নয়।

পক্ষান্তরে আরো কিছু লোক আছে, যারা পরকালের সুখ- সামগ্রী নিয়ে খোশ। তারা ইহকালে সুখ অর্জনে সমর্থ না হলেও, আসলে তারাই কিন্তু প্রকৃত সুখী।

অবশ্য আর এক শ্রেণীর লোক আছে,যারা ইহকালের সুখ ভোগ করেও পরকালের সুখ লাভ করে। বাস্তবে তারাই কিন্তু পরম ও চরম সুখী।

আর এ জন্যই মুমিন বান্দার জন্য দুঃখ কোন সময়ই দুঃখ নয়। বরং যেমন সুখ আল্লাহর তরফ থেকে আসা অনুগ্রহ, তদনুরূপ দুঃখও। যে কোনও বিপদ আপাত দৃষ্টিতে বিপদ মনে হলেও তা আসলে বিপদ নয়। তার দুর্ভাগ্য অনেক সময় সৌভাগ্যের মূল। মসীবতে অনেক সময় মানুষের জন্য আযাবের লেবাসে রহমত থাকে।

মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আল্লাহ যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন তাদের মঙ্গল চান, তখন তাদেরকে বিপন্ন করেন।”
(আহমাদ, তিরমিজি, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ১৭০৬ নং)

তিনি আরো বলেন, "মুমিনের ব্যাপারটাই বিস্ময়কর! তার সর্ববিষয়ই কল্যাণময়। আর এ বৈশিষ্ট্য মুমিন ছাড়া আর কারোর জন্য নয়; যদি সে সুখকর কোন বিষয় লাভ করে তবে সে কৃতজ্ঞ হয়; সুতরাং এটা তার জন্য মঙ্গলময়। আবার যদি তার উপর কোন বিপদ- আপদ আসে তবে সে ধৈর্যধারণ করে, সুতরাং এটাও তার জন্য মঙ্গলময়।" (মুসলিম ২৯৯৯নং)

মুমিনের জন্য ধৈর্য হল আল্লাহর তরফ থেকে আসা এক বড় নিয়ামত ও দান। যেহেতু আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেছেন, "--- আর যে ব্যক্তি পবিত্র থাকতে চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে ধৈর্য ধরতে সাহায্য করবেন। আর ধৈর্যের চেয়ে অধিক উত্তম ও ব্যাপক দান কাউকে দেওয়া হয়নি।" (বুখারী ১৪৬৯নং, মুসলিম ১০৫৩ নং)

আমরা দুঃখ পাই ঠিকই, কিন্তু আমাদের বিপদ থেকে মুক্তি। বিপদ আসে আল্লাহর তরফ থেকে, আল্লাহর লিখিত তাক্বদীর অনুসারে।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْر

অর্থাৎ, যমীনে এবং তোমাদের নিজদের মধ্যে এমন কোন মুসীবত আপতিত হয় না, যা আমি সংঘটিত করার পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখি না। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।

(সূরা আল- হাদীদ- ৫৭:২২)

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ

অর্থাৎ, আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন বিপদই আপতিত হয় না।

(সূরা তাগাবুন-৬৪:১১)

★তাই বিপদের সময় আর্তনাদ করে যে অস্থির হয়, সে যেন তীর- ধনুক নিয়ে আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়।

অধ্যায়-৩:-সুখ ও শান্তির উৎস

সুখ ও শান্তির উৎস হলো আধ্যাত্মিক তৃপ্তি, মানসিক প্রশান্তি, এবং অন্যদের প্রতি সহানুভূতি। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন, কৃতজ্ঞতাবোধ, ইতিবাচক সামাজিক সম্পর্ক,এবং প্রকৃতির সান্নিধ্যে উপভোগ করা।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

এই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ আনন্দ হলো একজন ধার্মিক স্ত্রী এবং জান্নাতের চূড়ান্ত সুখ হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা। ইসলাম অনুযায়ী, একজন ধার্মিক স্ত্রী, যারা আল্লাহর পথে জীবনযাপন করেন এবং নেক আমল করেন, তারা একজন মানুষের জীবনে প্রকৃত সুখ এনে দিতে পারে।

আধ্যাত্মিক ও মানসিক উৎস

রবের সন্তুষ্টি: আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর ইবাদতের মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি এবং প্রকৃত সুখ লাভ করা সম্ভব, যেখানে ধন-সম্পদের চেয়ে মনের শান্তিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

কৃতজ্ঞতা: যা আছে তার জন্য কৃতজ্ঞ থাকা এবং অভাবের জন্য আক্ষেপ না করা সুখের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

মানসিক শান্তি: মানসিক সুখ অর্জনের জন্য মানসিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন, যা কোনো বাহ্যিক পণ্য বা ওষুধ দিয়ে কেনা সম্ভব নয়।

ইতিবাচকতা: জীবনে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রাখা এবং হাসি-খুশি থাকা সুখ ও সুস্থতার জন্য সহায়ক।

সামাজিক ও শারীরিক উৎস

সহানুভূতি ও দান: দরিদ্র ও দুস্থ মানুষকে দান করা এবং তাদের সেবা করা আত্মতৃপ্তি বাড়ায় এবং মানসিক শান্তি এনে দেয়।

সামাজিক সম্পর্ক: পরিবার ও সমাজের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং অন্যদের সাথে আনন্দ ভাগ করে নেওয়া সুখের একটি বড় উৎস।

প্রকৃতির সান্নিধ্য: প্রকৃতিতে হাঁটাচলা বা শান্ত পরিবেশে সময় কাটানো মনকে শান্ত করতে এবং আরাম দিতে সাহায্য করে।

অর্থের সঠিক ব্যবহার: অর্থ একটি প্রয়োজনীয় উপাদান হলেও এটিই একমাত্র সুখের উৎস নয়। এর পেছনে অন্ধের মতো ছোটাছুটি না করে, অর্থকে সঠিক ও মানবিক উপায়ে ব্যবহার করা উচিত।

আত্মনিয়ন্ত্রণ: সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া, পরিবর্তনকে গ্রহণ করা এবং নিজের সুখের দায়িত্ব নেওয়া একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ ও আনন্দময় জীবন যাপনের চাবিকাঠি।

শেখ সা'দী বলেন' 'সৃষ্টি জগৎ থেকে যদি কখনো কোনও আঘাত লেগে থাকে, তাহলে তাতে দুঃখ করো না। কেননা, মূলতঃ সুখ দুঃখ সৃষ্টির কাছ থেকে আসে না; আসে আল্লাহর তরফ থেকে। যেহেতু একমাত্র আল্লাহরই ইঙ্গিতে সৃষ্টি জগৎ নিয়ন্ত্রিত হয়। নিক্ষিপ্ত তীর ধনুক থেকে ছুটলেও জ্ঞানীরা তীরকে নয়; বরং ধনুক ধারীকেই দায়ী মনে করে থাকেন।'

কিন্তু কিছু বিপদ আসে মানুষের কৃতকর্মের ফলে।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَآ اَصَابَكُمۡ مِّنۡ مُّصِيۡبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتۡ اَيۡدِيۡكُمۡ وَيَعۡفُوۡا عَنۡ كَثِيۡرٍ

অর্থাৎ, আর তোমাদের প্রতি যে মুসীবত আপতিত হয়, তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল। আর অনেক কিছুই তিনি ক্ষমা করে দেন। (সূরা শুরা-৪২:৩০)

একমাত্র মানুষই কাঁদতে কাঁদতে জন্মায়, অভিযোগ করতে করতে বাঁচে আর আক্ষেপ করতে করতে মরে। মনুষ্য - জীবন মনোরম গোলাপের মতন। তার চতুর্দিকে শুধু কাঁটা আর কাঁটা। অতএব তোমার জীবনে দুঃখের কাঁটা থেকে থাকলে সেটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার ভাই। আসলে প্রকৃত সুখ লাভ হয়ে থাকে। মানুষের সুখের জন্য দুঃখের মত এত বড় পরশপাথর আর নেই।

আনন্দ পেয়ে নিশ্চিত হয়ো না এবং কষ্ট পেয়েও নিরাশ হয়ো না। কারণ, 'অনেক আনন্দের মধ্যে বেদনা , অনেক বেদনার মধ্যে সুখ-শান্তি লুকিয়ে থাকে।

অধ্যায়-৪:- আল্লাহর লিখিত তাক্বদীরের উপর ধৈর্য ধারণ।

যে ঈমান নিয়ে মানুষ মুমিন হয়, তার রুকন হল ৬টি তার মধ্যে ষষ্ঠ রুকন হল তাক্বদীরের ভালো মন্দের উপর ঈমান রাখা। মহান সৃষ্টিকর্তা পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করার ৫০ হাজার বছর আগে সৃষ্টি জগতের ভাগ্যলিপি লওহে মাহফুযে তিনি যা ইচ্ছা লিখেছেন। পরে তা বিস্তারিত ভাবে লিখা হয়ে থাকে; মাতৃগর্ভে ভ্রুণে
আত্মাদানের পূর্বে ফিরিস্তা পাঠান।

তখন মানুষের রুজী তার মৃত্যুর সময় ও স্থান তার কর্মজীবন দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য লিপিবদ্ধ করা হয়।

এইভাবে আবার প্রতি বছর রমাদান মাসে 'লাইলাতুল ক্বাদর' বা শবেকদরে বিস্তারিত ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা হয় এবং প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়।

অতএব মুমিন হয়ে তোমারও প্রগাঢ় বিশ্বাস হওয়া উচিত যে তোমার ভাগ্যে যা লিখা আছে তার বাইরে কিছু হবে না। আর যা হবে তা তোমার জন্য মঙ্গলময় যা ঘটেছে তা তোমার ভাগ্যে ঘটার ছিল বলে ঘটেছে। আর তা তুমি বা দুনিয়ার অন্য কেউ রদ করতে পারত না।

ভাগ্যের এই ফয়সালার কাছে আত্মসমর্পণ কর। ক্ষোভ, ক্রোধ, বিলাপ, আর্তনাদ, হা-হুতাশ, আক্ষেপ, আফশোস, পরিতাপ, অনুতাপ, অনুশোচনা, দুশ্চিন্তা, দুঃখ এসব কিছু আসার আগে তুমি তোমার বিধির বিধানকে ঘাড় পেতে মেনে নাও। নির্দ্বিধায় বরণ করে নাও মহান প্রতিপালকের ফয়সালাকে। আর মহান আল্লাহ তায়ালা এই আদেশ পালন কর,

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰنَا ۚ وَعَلَي اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

বল, 'আমাদেরকে শুধু তা-ই আক্রান্ত করবে যা আল্লাহ আমাদের জন্য লিখে রেখেছেন। তিনিই আমাদের অভিভাবক, আর আল্লাহর উপরই যেন মুমিনরা তাওয়াক্কুল করে'।
(সূরা আত-তাওবাহ-৯:৫১)

হ্যাঁ, আর বিপদ এলে বলো না যে, যদি আমি এই করতাম তাহলে এই হতো না বা যদি আমি এই না করতাম তাহলে এই হত। কারণ তাতে শয়তানের দুয়ার খোলা যায়।

মনের মণিকোঠায় মহান আল্লাহর এই বাণী লিখে বাঁধিয়ে ও টাঙিয়ে রাখো এবং যখনই কোন বিপদের সম্মুখীন হবে তখনই তা পড়ে দেখঃ-

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

অর্থাৎ, তুমি তোমার প্রতিপালকের ফয়সালার জন্য ধৈর্য ধারণ কর। তুমি তো আমার চোখের সামনেই রয়েছ।

(সূরা আত-তূর -৫২:৪৮)

দুঃখ আসার আগে খবরদার দুঃখ কামনা করো না। দুঃখ আসার আগে আল্লাহর কাছে ধৈর্য চেয়ো না। বরং তাঁর কাছে সরাসরি সুখ কামনা কর। আর দুঃখ যদি এসেই থাকে তাহলে ধৈর্য ধর। তাছাড়া আর উপায় কি বল?

দুঃখকে সুখের বাগানে পরিণত করার ক্ষমতা তোমার আছে কি? যদি না থাকে, তাহলে ধৈর্য না ধরলে আর কি করতে পারো

ধৈর্যের তরবারি দ্বারা কেটে ফেলা ছাড়া দুঃখের আর কোন ঔষধ নেই।

আর দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতা যাদের আছে, তাদের কাছে দুঃখ বড় হয়ে দেখা দেয় না।

আর জেনে রাখো যে, তোমার ধৈর্য হবে কেবল আল্লাহর সাহায্যেই তাঁরই তাওফিক ও প্রয়াস দানের ফলে। ধৈর্য ধর তোমার প্রতিপালকের মহব্বতে তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের আশায়। ধৈর্য ধর আল্লাহর ইচ্ছার সাথে নিজের ইচ্ছাকে এক করে।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

সুতরাং কষ্টের সাথেই রয়েছে সুখ।
(সূরা আশ- শারহ-৯৪:৫,৬)

যাবতীয় বিপদ আপদ ও দুঃখ- দৈন্য সহ্য করেও আল্লাহর আদেশের উপর অটল থাকার নাম ধৈর্য।

অপরের প্রতি দোষারোপ করা থেকে বিরত থাকার নাম ধৈর্য।

দ্বীনের পথে উদ্বুদ্ধ করার যে শক্তি, সেটিকে মন্দের প্রতি যে প্ররোচিত করে, সেই শক্তির উপর বিজয়ী হওয়ার নামই ধৈর্য।

ধৈর্য হল মনের লাগাম যা মানুষের সেরকম মনকে নিয়ন্ত্রণ করে। মনের কুপ্রবৃত্তি কাম ও কামনার উচ্ছৃঙ্খলতার সময় ব্রেকের কাজ করে এই ধৈর্য।

দেহের সঙ্গে মস্তকের যেমন সম্পর্ক, ঈমানের সঙ্গে ধৈর্যেরও ঠিক তেমনি একটা সম্পর্ক আছে। যে মানুষের ধৈর্য আছে, সে মানুষ সুখী এবং ভাগ্যবান। ধৈর্য ও স্থিরচিত্ততা মানুষকে সুষমামণ্ডিত করে গড়ে তোলে।

ধৈর্য ধারণ করা কোন আদর্শ ভিত্তিক কাজ নয়। বরং তা একটি ওয়াজিব কাজ।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্য ধর ও ধৈর্যে অটল থাক এবং পাহারায় নিয়োজিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হও।

(সূরা আল- ইমরান-৩:২০০)

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاَطِيْعُوا اللهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ؕ اِنَّ اللهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং পরস্পর ঝগড়া করো না, তাহলে তোমরা সাহসহারা হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য ধর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।
(সূরা আল-আনফাল-৮:৪৬)

নবী (সাঃ) বলেছেন, "হে লোক সকল! শত্রুদের সাথে মুখোমুখি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করো না, বরং তা হতে আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা চাও। পরন্তু যদি শত্রুদের সাথে লড়াই শুরু হয়েই যায়, তাহলে সবর কর (অর্থাৎ, বিচলিত না হয়ে লড়াই কর)। আর জেনে রাখ, জান্নাত তরবারির ছায়ার নিচেই আছে।" (সহীহ বুখারী, জিহাদ অধ্যায়)

ধৈর্য ধারণ করার তাকীদ দেন তোমার সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রুযীদাতা। কুরআন কারীমের প্রায় নব্বই জায়গাতে ধৈর্যের কথা আলোচনা করেছেন তিনি। আর ধৈর্য ধারণ করলে তুমি নানা সুফল পাবে। যেমনঃ-

(১) ধৈর্য ধরলে বিপদে সাহায্য পাবে। দুঃখ, বিপদ ও পরীক্ষার দুনিয়ায় ধৈর্যই হবে তোমার সহায়ক। যেহেতু মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۗ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَي الْخٰشِعِيْنَۙ

আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা বিনয়ী ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন।
(সূরা আল- বাকারাহ-২:৪৫)

হাদীসে এসেছে, "নবী কারীম (সাঃ)-এর সামনে যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এসে উপস্থিত হত, তখন তিনি সত্বর নামাযের শরণাপন্ন হতেন।" (আহমদ, আবূ দাউদ, ফাতহুল ক্বাদীর)

(২) ধৈর্য ধারণ করা আল্লাহর মুত্তাকী, পরহেজগার ও নেককার লোকদের একটি মহৎ গুণ। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَالصَّٰبِرِينَ فِي ٱلۡبَأۡسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلۡبَأۡسِۗ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُونَ

অর্থাৎ, পূণ্য আছে---- (ঈমান ও ইসলামের বিভিন্ন কাজে) এবং দুঃখ-কষ্ট ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যবাদী এবং সাবধানী (মুত্তাকী)। (সূরা আল-বাকারাহ- ২:১৭৭)

তিনি আরো বলেন,

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

“তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ নেক লোকদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।”

(সূরা হুদ- ১১:১১৫)

(৩) ধৈর্য রয়েছে শত্রুর শত্রুতা থেকে বাঁচার উপায়। ধৈর্যে আছে বিজয়ের সুসংবাদ। শক্তির চেয়ে ধৈর্যই মানুষের জীবনে সবচেয়ে বেশি সফলতা আনতে পারে।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۡ وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا ؕ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ

যদি তোমাদেরকে কোন কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন তাদের কষ্ট হয়। আর যদি তোমাদেরকে মন্দ স্পর্শ করে, তখন তারা তাতে খুশি হয়। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছু ক্ষতি করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তারা যা করে, তা পরিবেষ্টনকারী।

(সূরা আল- ইমরান-৩:১২০)

(৪) ধৈর্য অবলম্বনের ফলেই মানুষ নেতৃত্ব দিতে পারে না। ধৈর্যহীনরা কোনদিন কোন প্রতিষ্টান বা জামাআতের সম্পাদক, পরিচালক, আমীর বা নেতা হতে পারে না। দুনিয়ায় যারা ধৈর্য ধরেছে তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ؕ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ

আর আমি তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা করেছিলাম, তারা আমার আদেশানুযায়ী সৎপথ প্রদর্শন করত, যখন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখত।

(সূরা আস- সিজদাহ-৩২:২৪)

(৫) ধৈর্যশীল ব্যক্তি মহান প্রতিপালক আল্লাহ ভালোবাসা লাভ করে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

অর্থাৎ, আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালোবাসেন।

(সূরা আল-ইমরান-৩:১৪৬)

অতএব বিপদ এলে অধৈর্য হতে হয় না, হতে হয় না আল্লাহর প্রতি ক্ষুব্ধ। প্রকাশ করতে হয় না তাঁর প্রতি কোন প্রকার রাগ। করতে হয় না তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ বা অভিযোগ। কারণ, "বালা যত বড় হয়, তার প্রতিদানও হয় তত বড়। অবশ্যই আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তিনি সেই জাতিকে বালা দিয়ে পরীক্ষা করেন। সুতরাং যে তাতে সন্তুষ্ট চিত্ত থাকে, তার লাভ হয় তাঁর সন্তুষ্টি। আর যে তাতে অসন্তুষ্ট হয়, সে পায় তাঁর অসন্তুষ্টি।"

(আহমাদ, তিরমিজি, ইবনে মাজাহ)

'আর যারা বিপদকালে অধৈর্য হয়, আসলে তারা আল্লাহর প্রতি দোষারোপ করে।'

(৬) মহান আল্লাহ হন ধৈর্যশীলদের সাথী। (সূরা বাকরাহ ১৫৫ আয়াত)

(৭) ধৈর্যশীলদের প্রতিদান ডাবল। তাদের বদলা হল জান্নাত।

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থাৎ, ধৈর্যশীলদের তো অপরিমিত পুরস্কার প্রদান করা হবে। (সূরা আয- যুমার- ৩৯:১০))

তিনি আরো বলেন,

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

তাদেরকে দু'বার প্রতিদান দেয়া হবে। এ কারণে যে, তারা ধৈর্যধারণ করে এবং ভাল দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করে। আর আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।
(সূরা আল- কাসাস-২৮:৫৪)

নবী (সাঃ) বলেছেন, "তিন শ্রেণীর লোককে দ্বিগুণ সওয়াব দান করা হবে। ওদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক হল, সেই ইয়াহুদী বা খ্রিষ্টান; যে নিজ নবীর উপর ঈমান এনেছিল, তারপর আমার উপর ঈমান আনল।

(বুখারীঃ শিক্ষা অধ্যায়, মুসলিমঃ ঈমান অধ্যায়)

মহানবী (সাঃ) বলেন, "মুমিনের ব্যাপারটা বিস্ময়কর! যদি তার কোন মঙ্গল আসে, তাহলে তাতে সে আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা করে। আর যদি তার কোন অমঙ্গল আসে, তাহলে তাতে সে আল্লাহর প্রশংসা করে ধৈর্য ধরে। আর উভয় অবস্থাই তার জন্য মঙ্গলময়। সে সবকিছুতে সওয়াব পাবে। এমন কি স্ত্রীর মুখে খাবার তুলে দেয়, তাতেও সে সওয়াবের অধিকারী হয়।" (আহমাদ মুসলিম)

একদা রাসূল (সাঃ) এক মহিলার পাশ দিয়ে পার হলেন। সে একটি কবরের পাশে বসে কাঁদছিল। তিনি তাকে বলেন, "আল্লাহকে ভয় কর আর ধৈর্য ধর। মহিলাটি যেন রেগে উঠে বলল, সরে যাও আমার কাছ থেকে আমার যা মুসীবত তা তোমার কাছে আসেনি!

আসলে মহিলাটি তাকে চিনতে পারেনি। পরে কেউ তাকে বলল যে, তিনি আল্লাহর রাসূল! একথা শুনে তার যেন মরণদশা উপস্থিত হল। মহিলাটি রাসূল (সাঃ) এর দরজায় এল দেখল, দরজায় কোন দারোয়ান নেই। তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে সে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে চিনতে পারিনি!' আল্লাহর রাসূল বলেন, "বিপদের প্রথম চোটেই ধৈর্য ধরা হল আসল ধৈর্য।" (বুখারী মুসলিম প্রমুখ)

অধ্যায়-৫:- দুনিয়ার চিন্তা মাথায় না নেয়া

তোমার মাথায় যদি কমলা লেবুর মত পৃথিবীটাকে বহন করতে চাও, তাহলে কি তা পেরে উঠবে?

কিছু লোক আছে, যারা ঘুমাবার বিছানায় শুয়ে থাকে আর তাদের মনের ভিতরে বিশ্বযুদ্ধ চলে। তারই ফলে তাদের প্রেসার ও সুগার বাড়ে! নানান ঘটন-অঘটনের প্রেক্ষিতে নিজেকে পুড়িয়ে দগ্ধ করে। জিনিসের দর বাড়লে ক্ষোভে যেন ফেটে যায়।

বর্ষা নামতে দেরী হলে মনে মনে উত্তেজিত হয় বিশ্বকাপে অমুক দেশ হেরেছে এবং অমুক দেশ জিতেছে শুনে কখনো নিরাশ হয় কখনো উদ্দীপিত। এমন লোকের সর্দা সর্বদা এক প্রকার বিরক্তি ও উদ্বিগ্নতার মাঝে বাস করে। মনের ভিতরে কেমন এক প্রকার অস্বস্তি বোধ করে।

"যে কোন শোরগোল শুনলে তারা মনে করে তা ওদেরই বিরুদ্ধে।"

এ বিশাল পৃথিবীর ভার তোমার মাথায় নিও না। বিশ্বের ঘটনাঘটন বিশ্বেই ছড়িয়ে থাক তুমি তোমার বুকে মাথায় বা পেটে তা বহন করতে যেয়ো না।

তোমার হৃদয় হোক এমন, যাতে বিশ্বের ঘটনাঘটনের পশ্চাতে উপদেশ গ্রহণ করে ঈমানের উপর ঈমান বৃদ্ধি করে। তোমার হৃদয় যেন তাদের মত না হয়। যারা নিজেদের নিয়ন্ত্রিণ ও পরিধির বাইরের ঘটনা ঘটনের ফলে ভীত- শঙ্কিত ও চকিত হয়। নানা ঘটনা প্রবাহের সামনে তোমার হৃদয় হোক বীরের মত। মন হোক ধীর ও শান্ত। একীন হোক পর্বতের মত নির্বিচল। নানা ঘাত- প্রতিঘাতে চিত্ত হোক নির্বিকার। মেজাজ হোক শীতল। অন্তর হোক সংকীর্ণতাহীন।

وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّآلُّونَ

"আর যে তার প্রতিপালকের রহমত থেকে নিরাশ হয়, সে পথভ্রষ্ট ছাড়া আর কেউ নয়।"

(সূরা আল-হিজর-৫৬ আয়াত)

তিনি আরো বলেন,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

আল্লাহ কোনো জীবনকে তার সাধ্যের বাইরে ভার চাপান না।

(সূরা আল-বাকারাহ-২:২৮৬)

দুনিয়ার অতিরিক্ত চিন্তা থেকে বাঁচার জন্য হাদিসে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যেমন রাসুল (সা.) আল্লাহর কাছে এই বলে দোয়া করতেন:

"হে আল্লাহ! আপনি দুনিয়াকে আমাদের চিন্তার মূল বিষয় করে দেবেন না"। এছাড়া, তিনি আরও বলেছেন যে, তিনি তাঁর উম্মতের জন্য দারিদ্র্যের চেয়ে দুনিয়ার প্রসার ও তার প্রতি আসক্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি করেন, যেমনটা পূর্ববর্তী জাতিগুলোর হয়েছিল। দুনিয়াকে পরকালের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিলে তা নিন্দনীয়, কারণ দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এবং পরকাল চিরস্থায়ী।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

আর আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তাতে তুমি আখিরাতের নিবাস অনুসন্ধান কর। তবে তুমি দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তোমার প্রতি আল্লাহ যেরূপ অনুগ্রহ করেছেন তুমিও সেরূপ অনুগ্রহ কর। আর যমীনে ফাসাদ করতে চেয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদকারীদের ভালবাসেন না'।

(সূরা আল-কসাস-২৮:৭৭)

আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা এবং কাফিরের জন্য জান্নাত"।

যদি তুমি সুখ ও শান্তির জীবন চাও, তাহলে সেই ভীরুদের মত হয়ো না। যাদেরকে প্রত্যেক গুজব ও জনরব, কল্পনা ও স্বপ্ন যবাই করে ছাড়ে। বরং বীরের মত সমস্ত অঘটন ও দুর্ঘটনার মোকাবিলা করা। ঘটনা প্রবাহের সাইকুন থেকেও বেশি শক্তিশালী হও তুমি। সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখে হও পর্বত সদৃশ। অবিশ্বাসীরা যেন তোমাকে বিচলিত না করতে পারে। তাদের চক্রান্ত ও দুরভিসন্ধিতে তুমি মনঃক্ষুন্ন হয়ো না।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

و

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُه

এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

(সূরা আত- তালাক- ৬৫:৩)

অধ্যায়-৬:- আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর

মানুষের মৌলিক পাঁচটি প্রয়োজনীয় জিনিসের সংরক্ষার জন্য ইসলাম, রাসূল তথা কুরআন এসেছে এ পৃথিবীতে। মানুষের জান, ঈমান, জ্ঞান, মান ও ধনকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখার জন্য একমাত্র ও অদ্বিতীয় আইন হল আসমানী আইন। মানব-রচিত কোন আইনই সে সবের যথার্থ সুরক্ষা করতে পারে না। দিতে পারে না সে সবে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা। বলা বাহুল্য, যারা ইসলামের তথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করে, তারাই পেতে পারে সে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও; যখন সে তোমাদেরকে আহবান করে তার প্রতি, যা তোমাদেরকে জীবন দান করে। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝে অন্তরায় হন। আর নিশ্চয় তাঁর নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।

(সূরা আল-আনফাল-৮:২৪)

ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূ্ের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।

(সূরা আযহাব- ৩৩:৭১)

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ۗ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ۗ وَمَا عَلَي الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْن

অর্থাৎ, বল, 'তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর।' তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে সে শুধু তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী। আর যদি তোমরা তার আনুগত্য কর তবে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।

(সূরা আন-নূর-২৪-৫৪)

وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْن

অর্থাৎ, আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করে, তারাই কৃতকার্য।

(সূরা আন-নূর-২৪:৫২)

وَاَطِيْعُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْن

আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও রাসূলের, যাতে তোমাদেরকে দয়া করা হয়।

(সূরা আল- ইমরান-৩:১৩২)

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْم

অর্থাৎ, সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর কঠিন শাস্তি।

সূরা আন- নূর- ২৪:৬৩

তোমার জীবনের কাল ও পদক্ষেপে যদি আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত আদর্শ রাসূলের অনুসরণ কর, তাহলে তোমার জীবনে কোন প্রকারের লাঞ্ছনা ও অশান্তি আসার কথা নয়।

উদাহরণ স্বরুপ রাষ্ট্রে যদি আইন আদালত আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করা হয় তাহলে সে রাষ্ট্রে নিরাপত্তা ও শান্তির কথা সুনিশ্চিত।

তদনুরূপ মা-বাবার সাথে ব্যবহারে সন্তান সন্ততি মানুষ করার ব্যাপারে এবং তোমাদের স্বামী-স্ত্রী দাম্পত্য জীবনে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করলে কোনদিন তোমার সংসার কোন প্রকার অশান্তি আসতে পারে না।

অবশ্য সংসারে তুমিই মাএ একা অনুগত ও বাকী অবাধ্য হলে শান্তি পাওয়া সত্যই কঠিন। তবুও তাতে যে তুলনামূলক অনেক শান্তি পাবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

ঠিক এই ভাবেই আত্মীয়তার বন্ধনে মানুষের সাথে লেনদেনে বড়দের সাথে ব্যবহারে তুমি যদি আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের অনুগত হও, তাহলে তোমার জন্য শান্তি ও সফলতা সুনিশ্চিত।

সে যদি দোযখকে ঠিক সেইরুপ ভয় করত যে রুপ দারিদ্রকে করে, তাহলে সে উভয় থেকে পরিএাণ পেয়ে যেত। সে যদি সেইরুপ বেহেশতের লোভ রাখত, যেরুপ দুনিয়ার রাখে, তাহলে সে উভয়ই লাভ করত। আর সে যদি গোপনে সেই রকম ভয় করত, যে রকম সে প্রকাশ্যে তাঁর সৃষ্টিকে ভয় করে থাকে, তাহলে সে ইহ- পরকালে সুখী হত।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে রয়েছে ইহ- পরকালের পরম ও চরম সুখের রহস্য।

অধ্যায়-৭:- প্রত্যেক কাজে সওয়াবের আশা রাখ

যে কোন বালা মসীবতে ধৈর্য ধরে তুমি সওয়াবের আশা রাখ, তাহলে তাঁর ধার ভার হাল্কা হয়ে যাবে। পরকালের প্রতিদানের আশায় মনে সান্ত্বনা পাবে।

আপনজন কেউ হারিয়ে গেছে, এ জগৎ ছেড়ে তোমার শোক সাগরে ভাসিয়ে পরপারে যাত্রা করছে তাতেও ধৈর্য ধরে সওয়াবের আশা রাখ।

কোন দীর্ঘ রোগ-জ্বালায় ভুগছ, তাতেও ধৈর্য ধরে সওয়াবের আশা রাখ।

এমন কি তোমার স্ত্রীর জন্য যা খরচ কর, বাড়িতে ছেলে-মেয়ের জন্য মা-বাবা, ভাই-বোন বা অন্য কোন আত্মীয়র জন্য যা ব্যয় কর, তা তোমার উপর ভারি হলেও, তাতেও ধৈর্য ধরে সওয়াবের আশা রাখ।

জালেমের জুলমেও ধৈর্য ধরে সওয়াবের আশা রাখ।

জুলমের বোঝা হাল্কা লাগবে। যে কোনও ক্ষতিকে ক্ষতি মনে না করে, তাতে ধৈর্য ধরে সওয়াবের আশা রাখ। দুঃখ পাবে না, মনে কষ্ট হবে না উপরন্তু হবে দ্বিগুণ।

আরো কিছু দিক অবলম্বন করা সর্বউত্তম হলো। যথাঃ-

১. আল্লাহকে স্মরণে রাখা

২. আল্লাহর কাছে দোয়া করা

৩. নামাযে সান্ত্বনা নেয়া

১. আল্লাহকে স্মরণে রাখা

আল্লাহকে স্মরণ কর, দুঃখের বোঝা হাল্কা হবে, জীবনে সুখ ও স্বাদ আসবে।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ ۗ اَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْب

'যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়'।

(সূরা রা'দ- ১৩:২৮)

পক্ষান্তরে যারা এর বিপরীত কাজ করে তাদের ফলও হয় উল্ট। মহান আল্লাহ সে কথাও বলেন যে, "যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর যিকর স্মরণে বিমুখ হয়। তিনি তার জন্য নিয়োজিত করেন এক শয়তানকে। অতঃপর সেই হয় তার সহচর। শয়তানরাই মানুষকে সৎপথ হতে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে তারা সৎপথে পরিচালিত হচ্ছে। যখন সে আমার নিকট উপস্থিত হবে, তখন সে শয়তানকে বলবে, 'হায়! আমার ও তোমার মাঝে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান হত! কত নিকৃষ্ট সে সহচর।"

(সূরা যুখরুফ- ৩৬:৩৮)

আল্লাহর যিকর থেকে বিমুখ হওয়ার মানে হল, তাঁর নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া। সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হলে মানুষের মৃত্যু হয়। আর আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়।

فَاذْكُرونى أَذْكُرْكُمْ

অর্থাৎ, তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব।
(সূরা বাকারাহ- ২:১৫২)

(হাদীসে কুদসীতে) "আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি আমার বান্দার ধারণার কাছে থাকি। যখন সে আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সঙ্গে থাকি। যদি সে আমাকে অন্তরে স্মরণ করে তাহলে তাকেও আমি আমার অন্তরে স্মরণ করি। যদি সে আমাকে কোন সভায় স্মরণ করে তবে আমি তার চেয়ে উত্তম সভায় স্মরণ করে থাকি----।"
(বুখারী ৮/১৭১, মুসলিম ৪/২০৬১নং)

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহকে স্মরণ করে না তারা ক্ষতিগ্রস্ত।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

হে মুমিনগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে। আর যারা এরূপ করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

(সূরা আল- মুনাফিকূন-৬৩:৯)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

হে মুমিনগণ, যখন তোমরা কোন দলের মুখোমুখি হও, তখন অবিচল থাক, আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর,।

(সূরা আল-আনফাল-৮:৪৫)

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

অতঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় আর আল্লাহর অনুগ্রহ হতে অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার।

(সূরা আল-জুমু‘আহ-৬২:১০)

আল্লাহর যিকর চরম বিপদ থেকে মুক্তি লাভের প্রধান কারণ।

হাসান বাসরী বলেন, ‘তোমরা তিনটি জিনিসে মিষ্ট স্বাদ অনুসন্ধান কর; নামাযে আল্লাহর যিকরে ও কুরআন তেলাঅতে। এতে যদি মিষ্ট পাও তো ভাল। নচেৎ, জেনে রেখো (আল্লাহ-প্রেমের) দরজা বন্ধ।

২. আল্লাহর কাছে দোয়া করা

যে কোন প্রয়োজন ও বিপদ তোমার প্রতিপালক তোমার কাছে, তোমার সাথে। সেই সময় তুমি তাকে আহবান করলে সত্বর সুফল পাবে। তোমার আহবানে তিনি সাড়া দেবেন। তোমার প্রার্থনা তিনি মঞ্জুর করবেন। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ

আর তোমাদের রব বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহঙ্কার বশতঃ আমার ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'

(সূরা গাফির- ৪০:৬০)

মহানবী (সাঃ) বলেন, "নিশ্চয় তোমাদের প্রভু লজ্জাশীল অনুগ্রহ পরায়ণ, বান্দা যখন তাঁর দিকে দুই হাত তোলে, তখন তা শূন্য ও নিরাশভাবে ফিরিয়ে দিতে বান্দাকে লজ্জা করেন।"

(আবুদাউদ ২/৭৮, তিরমিজি ৫/৫৫৭)

সুখ ও সমৃদ্ধির ভান্ডার ভরপুর মহান প্রতিপালকের কাছে। চাইলে এবং তুমি তা পাওয়ার যোগ্য হলেই তো পাওয়া যাবে। দয়া ও ক্ষমার দরিয়া তিনি। প্রার্থনা করলেই তো অর্জন করা যাবে। সুতরাং তাতে তো তোমার দ্বিধা সংকোচ বা অবজ্ঞা হওয়া উচিত নয়। চাও তাঁর কাছে খুশীতে সময় চাও দুঃখের সময়। বারবার চাও নাছোড় বান্দা হয়ে চাও। তোমার দোয়া কবুল হবেই -একীন নিয়ে চাও।

رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا

'হে আমাদের রব, আমাদেরকে আপনার পক্ষ থেকে রহমত দিন এবং আমাদের জন্য আমাদের কর্মকান্ড সঠিক করে দিন'।

(সূরা আল-কাহাফ- ১৮:১০)

৩. নামাযে সান্ত্বনা নেয়া

তোমার দুর্দশা ও দুরবস্থার কথা একান্ত আপনজনকে নিভৃত আলাপে নামাযের মাধ্যমে জানাও।

বিপদের ভার যখন তোমার মাজা ভেঙ্গে ফেলে হৃদয়ের হা- হুতাশ যখন তোমাকে ছারখার করে ফেলে শত্রুতা ও অত্যাচারীর অত্যাচারের তরঙ্গমালা যখন তোমার বক্ষসমুদ্র তটে বারবার আঘাত হানে কোন দুষ্কৃতি যখন তোমার প্রাণ হরণ করতে চায়। তখন নামাযের মাধ্যমে সান্ত্বনা নাও, আল্লাহর কাছে আকুল আবেদন জানাও উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সকাতর প্রার্থনা জানাও।

নামায হল মুমিনের মুনাজাত নামায দাস ও তার প্রভুর মাঝে এক সেতুবন্ধক।

মহানবী (সাঃ) বলেন, "তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ে তখন সে তার প্রভুর সহিত মুনাজাত গোপনে বাক্যালাপ করে।"
(আহমাদ, বুখারী ৫৩ ১নং মালেক, মিশকাত ৮৫৬ নং)

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۗ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَي الْخٰشِعِيْنَ

আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা বিনয়ী ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন।

(সূরা আল-বাকারাহ-২:৪৫)

হাদীসে এসেছে, "নবী কারীম (সাঃ)-এর সামনে যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এসে উপস্থিত হত, তখন তিনি সত্বর নামাযের শরণাপন্ন হতেন।" (আহমদ, আবূ দাউদ, ফাতহুল ক্বাদীর)

অধ্যায়-৮:- একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রাখ

সকল কাজের দায়িত্বভার আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা, ছোট বড় সকল কাজে তাঁরই উপর ভরসা করা। তাঁর ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা রাখা। তাঁর ইচ্ছায় সংঘটিত সকল কর্মে সন্তুষ্ট থাকা তাঁর প্রতি সুধারণা রাখা তাঁর তরফ থেকে মুক্তি উপায় ও আরোগ্যের আশা রাখা এবং এই বিশ্বাস রাখা। যে আল্লাহ বান্দার মঙ্গলই চান এবং তিনি বান্দার লাঞ্ছনা চান না।

-ঈমানের সুফলমূলক মুমিনের অন্যতম সদগুণ।

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللهِ ؕ وَاللهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ □

অতঃপর তারা ফিরে এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিআমত ও অনুগ্রহসহ। কোন মন্দ তাদেরকে স্পর্শ করেনি এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছিল। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

(সূরা আল-ইমরান-৩:১৭৪)

মানুষ হল দুর্বল জীব। কিন্তু পার্থিব শক্তি নিয়ে হয় শক্তিশালী। তবে তার থেকে বড় শক্তি হল আধ্যাত্মিক শক্তি। আল্লাহর শক্তিতে শক্তি সব শক্তি থেকে বড় শক্তি।

বিপদে-আপদে বালা-মসীবতে দুশমনের দুশমনির ক্ষেত্রে অথবা যে কোন প্রয়োজনে নির্ভরস্থল একমাত্র আল্লাহর।

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, রুযীদাতা, পালনকর্তা ভাগ্যবিধাতা।

অতএব তিনিই আমাদের একক মাবুদ এবং একক ভরসাস্থল। তাঁরই উপর ভরসা রাখা উচিত প্রত্যেক মুসলিমের এবং বিশেষ করে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের। যেহেতু ঈমান ও ইসলামের একটি শর্ত এই যে মঙ্গল আনয়নের এবং অমঙ্গল দূরীকরণে মুমিন ও মুসলিম তাঁরই উপর ভরসা রাখবে।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَعَلَـي اللهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ □

আর আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল কর, যদি তোমরা মুমিন হও'।

(সূরা আল-মা'ইদাহ- ৫:২৩)

يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ □

'হে আমার কওম, তোমরা যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাক, তবে তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল কর, যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাক'।

(সূরা ইউনুস- ১০:৮৪)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰي رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ □□ □

অর্থাৎ, মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে।

(সূরা আল-আনফাল-৮:২)

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন।

তিনি আরো বলেন,

فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَـي اللهِ ؕ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ □

আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরার্মশ কর। অতঃপর যখন সংকল্প করবে তখন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালবাসেন।

(সূরা আল-ইমরান- ৩:১৫৯)

আর মুমিন আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপর ভরসা রাখবেই বা কেন? তিনি ছাড়া আর কেউ আছে কি, যে বালা-মসীবত দূর করতে পারে? বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে। রুযী দিতে পারে দুশমন থেকে বাঁচতে পারে।

আকাশ থেকে কে বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারে? কে ফলাতে পারে সোনার ফসল? কে দিতে পারে সুখ-সম্মান সমৃদ্ধি ও সন্তান?

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ؕ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر

আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন দুর্দশা দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূরকারী কেউ নেই। আর যদি কোন কল্যাণ দ্বারা স্পর্শ করেন তবে তিনিই তো সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

(সূরা আল-আন'আম- ৬:১৭)

একটি হাদীসে এই বিষয়টাকে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে,

اللَّهُم
لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِم
مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَد

"হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর, তা কেউ রোধ করতে পারে না। আর তুমি যা রোধ কর, তা কেউ দিতেও পারে না। আর ধনীদের ধন তোমার আযাব থেকে বাঁচতে কোন উপকারে আসবে না।"

(বুখারীঃ ই'তিসাম অধ্যায়, মুসলিম, সালাত ও মাসাজিদ অধ্যায়)

নবী করীম (সাঃ) প্রত্যেক ফরয নামাযের পর এই দু'আটি পাঠ করতেন।

তিনি আরো বলেন,

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ؕ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

'আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোন ক্ষতি পৌঁছান, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ চান, তবে তাঁর অনুগ্রহের কোন প্রতিরোধকারী নেই। তিনি তার বান্দাদের যাকে ইচ্ছা তাকে তা দেন। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু'।

(সূরা ইউনুস-১০:১০৭)

এক ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করার ধরন প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা করে বলল, 'আমি উট বেধে আল্লাহর উপর ভরসা করব, নাকি উট ছেড়ে দিয়ে?' উত্তরে মহানবী (সাঃ) বললেন, "বরং তুমি উট বেধে আল্লাহর উপর ভরসা কর।" (তিরমিজি)

অধ্যায়-৯:- আসল সুখ পরকালে

এ পৃথিবীর বুকে মানুষ যতই সুখের অধিকারী হোক না কেন, সে সুখ নির্মল নয়। যতই শান্তির মালিক হোক না কেন, সে শান্তি অনাবিল নয়। কিন্তু পরকালের সুখ অতুলনীয় অকল্পনীয় সকল সৌন্দর্য অমলিন ও নিখুঁত।
সেখানে হাসি আছে, কান্না নেই। সুচিন্তা আছে সুশ্চিন্তা নেই। আনন্দ আছে বেদনা নেই। প্রীতি আছে, বিদ্বেষ ও বিচ্ছেদ নেই। সেখানে কেবল সুখ আছে কোন দুঃখ কর্মব্যস্ততা ও বিপদ- আপদ নেই।

পরকালে যে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে, সেই হল চিরসুখী ও সফল মানুষ। আসলে শান্তি ও আনন্দ বেহেশতের জিনিস। তা দুনিয়াতে থাকলেও তার পরিপূর্ণরূপ বেহেশতেই পাওয়া যাবে, দুনিয়াতে নয়।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ۖ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

তুমি বলে দাও, 'এ হল তাঁরই অনুগ্রহ ও করুণায়; সুতরাং এ নিয়েই তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত;এটা তারা যা (পার্থিব সম্পদ) সঞ্চয় করছে তা হতে অধিক উত্তম।'
(সূরা ইউনুস- ১০:৫৮)

"বল আসল ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা কিয়ামতের দিন নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারকে ক্ষতিগ্রস্তরূপে পাবে। জেনে রেখো, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।"
(সূরা যুমার ১৫ আয়াত)

দুনিয়ার কোন ক্ষতি আসলে ক্ষতি নয়। আসল ক্ষতি হল পরকালের, যেখানে মানুষ বেহেশতে থেকে বঞ্চিত হয়ে দোযখে যাবে। আর যারা এ ক্ষতি থেকে রেহাই পাবে তারাই হবে সফলকাম ও আসল সুখী।
"যারা দুর্ভাগা হবে তারা তো দোযখে এইরূপ অবস্থায় থাকবে যে তাতে তাদের চিৎকার ও আর্তনাদ হতে থাকবে। পক্ষান্তরে যারা ভাগ্যবান তারা থাকবে বেহেশতে তাতে তারা অনন্তকাল বাস করবে ---।"
(সূরা হুদ ১০৬, ১০৮)

যারা পরকালের আসল সুখের সন্ধান পায় তাদের কাছে এ দুনিয়ায় সুখ অতি তুচ্ছ। আর সেই সুখ লাভের জন্য তাদের ত্বর সয় না। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে সেই জীবন পাওয়ার আশায়।

উহুদ যুদ্ধে আনাস বিন নাযর বলেন, আমি উহুদের অপর পাশ হতে বেহেশতের সুগন্ধ পাচ্ছি। এই বলে যুদ্ধে রত হয়ে শহীদ হয়ে গেলেন। (বুখারী)

وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ

সেখানে তোমাদের জন্য থাকবে যা তোমাদের মন চাইবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য আরো থাকবে যা তোমরা দাবী করবে।

(সূরা ফুসসিলাত- ৪১-৩১)

তিনি আরো বলেন,

نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ

পরম ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়নস্বরূপ।

(সূরা ফুসসিলাত- ৪১-৩২)

আর এক উত্তম সম্পদ যে, আল্লাহ পাক তাদের উপর চির সন্তুষ্ট হবেন। কোন কালে আর অসন্তুষ্ট হবেন না। (মুসলিম ২৮২৯ নং)

অধ্যায়-১০:- উপসংহার

সুখের যেমন প্রস্তুতি আছে, সুখী জীবন গড়ার যেমন অনেক সহায়ক বিষয় ও কর্ম আছে। তেমনি তাতে বাধাদানকারীও অনেক বিষয় ও কর্ম আছে। সেই সকল প্রতিবন্ধক উপেক্ষা ও বর্জন করে যারা চলতে পারবে, তারাই হবে সুখের অধিকারী।

তাগূতের সংসার বসবাস করে নির্দ্বিধায় তাগূতের শাসন মেনে নেওয়ার মানেই হল নিজের স্বকীয়তা বিকিয়ে পরের অস্তিত্বে বিলীন হওয়া। আর একমাত্র গোলামি ছাড়া গায়রুল্লাহর গোলামিতে কোন শান্তি নেই।

ইসলামের প্রতি আরোপিত মিথ্যা অপবাদ ও সন্দেহ দূর কর। না জেনে মানুষ অপরের প্রতি কুধারণা রাখে। সন্দেহ ও কুধারণার অবসান ঘটলে মানুষ সেই অজানাকে ভালোবাসাতে লাগে।

মানুষ একে-অপরের না জেনে আপোসে বিদ্বেষ ভাব রাখে। একে- অপরকে জানতে শিখ। তোমার স্বরুপ অপরকে জানিয়ে দাও। যে ভুল বুঝে তোমাকে নিজের শত্রু মনে করে তার ভুল ভেঙ্গে দাও।

আল্লাহর পথে সুখ : আল্লাহর পথে থেকে সুখ খুঁজে নাও, কারণ প্রকৃত সুখ ও শান্তি আল্লাহর নির্দেশিত পথ থেকেই আসে। আল্লাহর সন্তুষ্টিই প্রকৃত সুখের উৎস, আল্লাহকে রাজি-খুশি করার মধ্যেই জীবনের প্রকৃত সুখ নিহিত।

নবী মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, ধন-সম্পদে সুখ নেই; বরং প্রকৃত সুখ হলো অন্তরের প্রশান্তিতে। আধ্যাত্মিক সুখ এবং মনের শান্তির মাধ্যমেই প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়। সুখ হলো আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। এতে কোনো বিষয়ে আক্ষেপ থাকে না। আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতের প্রতি তৃপ্ত থাকলে সুখ ও সন্তুষ্টি আসবেই। সুখী জীবন সেটা, যেখানে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং ধৈর্যের সমন্বয় থাকে। সুখী জীবন অর্জনের জন্য আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা এবং ধৈর্যশীল হওয়া প্রয়োজন। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা মানুষগুলো তথা পরিবারগুলো জগতের যেখানেই থাকুক, তারাই পৃথিবীর সবচাইতে বেশি সুখী।

মনের কুপ্রবৃত্তি ও আবেগ বশে নয়; বরং তুমি কুরআন ও হাদীসের আনুগত্য বশে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হও, তবেই সুখ ও শান্তি পাবে।

সমাপ্ত